সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরী করার কতিপয় টিপস

১।শিখনফল অনুযায়ী/শিখনফল ধরে প্রশ্ন করতে হবে।যতগুলি স্রৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন করা হবে মূল বইয়েরও ততগুলো শিখনফল প্রশ্নে চলে আসবে।

২।হিসাব বিজ্ঞান ও গনিতে সৃজনশীল প্রশ্নে ৩৩টি এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ৩০টিসহ মোট ৬৩টি প্রশ্ন প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শিখনফল অনুযায়ী হবে।পদার্থ,রসায়ন,জীববিজ্ঞানে স্রৃজনশীল প্রশ্নে ৩২টি এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ২৫টি সহ মোট ৫৭টি প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শিখনফল অনুযায়ী হবে।

৩।উচ্চতর গনিতে সৃজনশীল প্রশ্নে ২৪টি এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ২৫টিসহ মোট ৪৯টি এবং অন্যান্য বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নে ৪৪টি এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ৩০টিসহ মোট ৭৭টি প্রশ্ন প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন শিখনফল অনুযায়ী হবে।

৪।একটি শিখনফলে একটি প্রশ্ন করা যাবে।কোনক্রমেই একটি শিখনফল দ্বারা একাধিক প্রশ্ন করা যাবে না।তবে শিখনফল যদি কম হয় আর প্রশ্ন যদি বেশি হয় সে ক্ষেত্রে একটা শিখনফল দ্বারা একাধিক প্রশ্ন করা যাবে।বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা যাবে না যার সাথে শিখনফলের কোন সম্পর্ক নেই।যেমন ভেপু বাসির দাম কত?

৫।স্রৃজনশীল প্রশ্ন তৈরী করার সময় আগে শিখনফল ঠিক করে নিতে হবে।তারপর শিখনফল অনুযায়ী প্রশ্ন হবে এবং প্রশ্ন অনুযায়ী উদ্দীপক হবে।

৬।সৃজনশীল প্রশ্নে ক এর উত্তর সরাসরি বইএ থাকবে।কিন্তু খ,গ ও ঘ এর উত্তর কখনও সরাসরি বইএ থাকবে না।

৭। সৃজনশীল প্রশ্নে একটি প্রশ্নের উত্তর যেন অন্য প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে না আসে অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তরের পূনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

 ৮।বিভিন্ন ধরনের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন,বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বচনী বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভূক্ত থাকবে।বহুপদী প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তরগুলোর confusional হবে অর্থাৎউত্তরগুলো ৫% কাছাকাছি হবে।

৯।বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ৩০টির মধ্যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হবে ১২টি অর্থাৎ ৪০%,অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হবে ৯ট অর্থাৎ ৩০% প্রয়োগমূলক প্রশ্ন হবে ৬টি অর্থাৎ ২০% এবং উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন হবে ৩টি অর্থাৎ ১০%।অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতা থেকে শুরু করে ৩ এর গুনিতক করে (৩,৬,৯,১২টি) প্রশ্ন করতে হবে।

১০।সৃজনশীল প্রশ্নে কাঠিন্যের মাত্রা ঠিক রাখতে হবে।যেমন গ এর প্রশ্ন অবশ্যই ঘ এর প্রশ্ন থেকে সহজ হবে।

১১।সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক ঢেকে রাখলে অবশ্যই গ ও ঘ এর উত্তর করা যাবে না আর যদি যায় তবে সৃজনশীল প্রশ্ন হয়নি বুঝতে হবে।

১২।সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্নে একটি প্রশ্নের উত্তর ২টি হতে পারে এমন অপসন দেয়া যাবে না।

১৩।বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্নে উদ্দীপকটি হবে অসম্পূর্ণ এবং রোমান সংখ্যা i,ii,iii ।প্রশ্ন মূল বইএ থাকবে না। এছাড়া এর উত্তর একাধিক হবে।আর বহুপদী প্রশ্নে একাধিক পদ থাকতে হবে।যেমন কোন প্রশ্নের উত্তর i)ঢাকা ii) রাজশাহী iii) টাংগাইল এরুপ একটি পদ করে হবে না।

১৪।সমাজে বা সমাজের কোন অংশে বিরুপ প্রভাব পড়ে এমন প্রশ্ন,সম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক এবং সরকার তথা রাষ্ট্রবিরোধী কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

১৫।হিসাব বিজ্ঞানে সৃজনশীল প্রশ্নে সঠিক নম্বর বন্টন করতে হবে।অর্থাৎ ২ নম্বরের জন্য ২টি ,৪ নম্বরের জন্য ৪টি লেনদেন দেয়া উচিৎ।তবে যেসব প্রশ্নে লেনদেন না থাকে সে প্রশ্নে নম্বরের মান অনুযায়ী প্রশ্ন করতে হবে।

১৬।উদ্দীপকে কমপক্ষে ২টি দৃশ্যপট বা প্রক্ষাপট থাকবে বা বিষয় থাকবে।

১৭।উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন সাধারণত তুলনামূলক হবে।

১৮। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে নিচের কোনটি সঠিক এভাবে না লিখে কোনটি সঠিক লিখলে বাহুল্যত্রুটি হবে না।

১৯।বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন যেমন আলেয়া কি এরুপ প্রশ্ন করা যাবে না? কেউ যদি বলে আলেয়া আমার ছোট বোন এটাও ঠিক আবার কেউ যদি পদার্থের ভাষায় মরিচিকা বলে উত্তর করে এটাও ঠিক। কাজেই এধরণের প্রশ্ন করা যাবে না।

২০।নৈব্যক্তিক প্রশ্নের ক,খ,গ,ঘ এর অপসনগুলো বই এর ভিতর থাকতে হবে।

২১।প্রশ্নে মুখস্থ নির্ভরতা না রাখা ভাল।যেমন কবি/সাহিত্যিকদের জন্ম তারিখ।

২২।প্রশ্নে বাহুল্য ত্রুটি রাখা যাবে না। যেমন লেড ধাতুর বিজারণ ব্যাখ্যা কর।লেড নিজেই ধাতু।লেড বলার পর আর ধাতু বলার দরকার নেই।